[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বাবলু ও সাবেক কাউন্সিলর নবির উদ্দিন আটক

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু (৫৫) ও গাংনী পৌর যুবলীগের সহসভাপতি সাবেক পৌর কাউন্সিলর নবির উদ্দিনকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২)।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১০ টার দিকে যুবলীগ নেতা ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র নবীর উদ্দিনকে কাঁচাবাজারে তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুকে তার বাড়ি মহিলা কলেজপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটক করেন র্যাবের পৃথক দুটি টিম।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২) সিপিসি—৩ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি এনামুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, সুনিদৃষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের বাড়ি ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন নেতাকে আটক করা হয়েছে।
এসময় তাদের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব কমান্ডার জানান, আটককৃতদের ক্যাম্পে এনে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বুধবার (২ অক্টোবর) সকালে দিকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

গাংনীর যাত্রী ছাউনি অপসারণে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস

গাংনীর স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং দুর্ঘটনা মুক্ত নিরাপদ সড়ক প্রশস্তকরনে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী ছাউনি অপসারণ এবং আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিলে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন বলে স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছেন জেলা প্রশাসক

সিফাত মেহনাজ।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাওয়া একটি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে বৈঠকে এমন আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সাংবাদিকদের জানান, গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ গতকাল শনিবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি অপসারণ, জেলা পরিষদের কাছ থেকে চুক্তি নেয়া আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিল ও অপসারণ এবং একনেকের মুল নকশা অনুযায়ী রাস্তা প্রশস্ত করনের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

স্থানীয়দের বিক্ষোভে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলতে চান জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসকের আহবানে আন্দোলনকারীরা তাদের বিক্ষোভ সমাবেশ সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, অংশ গ্রহণকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা জেলা প্রশাসক মহদ্বয়ের সাথে আলোচনায় বসি। এলাকাবাসীর সমন্বয়ে গঠিত ২০-২৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হলে একটি প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এসময় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাপ্তরিক জটিলতার অবসান ঘটানো হবে। গাংনী বাস স্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনী, আঃ মালেক স্টোর ও মিষ্টান্ন ভান্ডারের দোকান অপসারণ হবে। অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক উন্নয়নের কাজ বন্ধ থাকবে। আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে নথিপত্র প্রস্তুতের জন্য সময়ের প্রয়োজন।

এলাকায় যাতে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকে সে বিষয়ে স্থানীয়দের সহযোগীতা চান জেলা প্রশাসক।

আলোচনায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ আসাদুল আলম খোকন, সদস্য রেজাউল হক, বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক, এস এম প্লাজার একাংশের স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু আহমেদ,গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল হক স্বপনসহ

ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গেল গতকাল শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি অপসারণ, একনেকের অনুমোদনকৃত মুল নকশায় সড়ক প্রশস্তকরণ, জেলা পরিষদের চুক্তিতে নেয়া আ: মালেক স্টোরের চুক্তি বাতিলসহ কয়েকটি দাবী নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা।

বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে সড়কের উপর কাঠের গুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে। এসময় প্রায় দুই ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা আন্দোলনকারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। এবং সুষ্ঠু সমাধানে বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনায় বসার আহবান জানান ইউএনও প্রীতম সাহা।

গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্ক পরিদর্শনে ডিসি সিফাত মেহনাজ

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক পরিদর্শন করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। পার্ক পরিদর্শনে এসে ঐতিহাসিক নীলকুঠির পুরো এলাকা ঘুুরে দেখেন তিনি। ডিসি ইকোপার্কের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন ডিসি সিফাত মেহনাজ।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা এলজিএডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। এসময় ইকোপার্কের ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা, আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টি নন্দন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ইকোপার্কের সম্ভাবনা,পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, আমি মেহেরপুরের মানুষ। অনেক সম্ভাবনাময় ও ঐতিহাসিক স্থান ভাটপাড়া নীলকুঠি। এখানে ৩৩ একর জায়গা রয়েছে। জেলার একটি উল্লেখিত দৃষ্টি নন্দন করে তোলা হলে সুস্থ বিনোদনের জন্য ভাটপাড়া নীলকুঠি হতে পারে একটি আকর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পার্কের উন্নয়ন কাজ শুরু করার কথা জানান। সেই সাথে কাজলা নদী পুনঃখনন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরে গাংনী পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব ক্লাস্টার ১৫ জন সদস্যের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয় । সবজির চারা, ফেরমন ফাঁদ হলুদ ট্রাপ জৈব ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক প্রশিক্ষণ মোঃ সাইফুল ইসলাম পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ ।

গাংনীর করমদীতে পানিতে ডুবে

প্রতিবন্ধী শিশুর মৃত্যু

পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানির নিচে তলিয়ে ফাতেমা খাতুন (১২) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ফাতেমা খাতুন করমদী গ্রামের সৌদি প্রবাসী ইমারুল ইসলামের মেয়ে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তৌহিদ হোসেন জানান, ফাতেমা খাতুন তার চাচা এনামুল হকের সাথে প্রতিবেশী পাঞ্জাব মণ্ডলের পুকুরে গোসল করতে যায়। গোসল শেষে চাচা এনামুল হক পুকুর থেকে উঠলেও ফাতেমা খাতুনকে পাননি। পরে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন।

খবর পেয়ে ফাতেমা খাতুনের মা ববিতা খাতুনসহ প্রতিবেশীরা পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন। এক পর্যায়ে ফাতেমা খাতুনকে পানির নিচ থেকে উদ্ধার করেন। পরে সন্ধানী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনীতে মুল নকসা বাস্তবায়ন ও গোল চত্তরের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে দৃষ্টি নন্দন গোল চত্বর নির্মাণ,রাস্তার মাঝ থেকে যাত্রী ছাউনি ও দোকান অপসারণ এবং একনেকে অনুমোদিত প্রকৃত নকশায় সড়ক প্রসস্তকরন কাজের দাবীতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে গাংনী বাজার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।
আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হয়রানী ও মানহানিমুলক কথা বলার প্রতিবাদ এবং জন্ম সাল নিয়ে যে বিভ্রান্তিমুলক অপপ্রচার চলছে তারই প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গাংনী মহিলা কেেলেজর সভা কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী। তিনি বলেন,আমি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধক্ষ্য। ১৯৯৫ সাল থেকে এযাবত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। সমপ্রতি দেশে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে।এই সুযোগে হঠাৎ করে অত্র কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজেদুল ইসলাম বুলু কলেজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃস্টি করার জন্য আমার নামে বিভিন্ন মিথ্যাচার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছে। সাজেদুল ইসলাম বুলু যে বিষয়ে পড়ান দীর্ঘ ২২ বছর সেই বিষয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি না করায় তাকে ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়না। তিনি কলেজে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ান এবং মাস শেষে কলেজের বেতন ভোগ করেন। এর প্রতিবাদ করায়, সে একাধিকবার আমাকে অপদস্থ করেছে। সে শিক্ষার্থীদের সামনে দুইজন শিক্ষক কে মেরে আহত করে।

এছাড়া অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক বেদারুল আলম এমন পরিস্থিতিতে কলেজে এসে নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ ঘোষনা দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের হাজিরা খাতা বগলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছেন কলেজ আমার কথায় চলবে এবং অধ্যক্ষের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কলেজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী আরও বলেন,তাদের অভিযোগ আমার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত। আমি মহা: খোরশেদ আলী ও আমার ছোটভাই মুরাদ হোসেন ক্লাশ ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এক সাথে লেখাপড়া করি। এলাকার সকলে মনে করতো আমরা দুজন জমজভাই। আমার যিনি বড়ভাই মো : মুজাহিদ হাসান সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।তার এসএসসি ১৯৭৮ সালে।আমার আর মুরাদের এসএসসি ১৯৮০ সালে। মুজাহিদের জন্ম তারিখ

সার্টিফিকেট অনুযায়ী করা হয়েছে ১/১/১৯৬৪ সাল। আর আমার জন্ম তারিক এসএসসি সার্টিফিকেট এ করা হয়েছে ৩১/১২/১৯৬৩ সাল। অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চেয়ে আমাকে এক বছরের বড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবা মায়ের দায়িত্বহীনতার কারনে বয়সের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই না। পরে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে আমরা বয়স সংশোধন করা হয়েছে। পরে শিক্ষা বোর্ড থেকে বিধি মোতাবেক বড় ভাইয়ের এক বছরের ছোট করে আমার জন্ম তারিখ করা হয় ৩১/১২/১৯৬৫ সাল। সাজেদুল ইসলাম বুলু ও বেদারুল ইসলাম গত ২৪ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করে। আমি এসবের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দে জানাই।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সালে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি। এবং বিগত দিনেও কলেজে নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়নি। আমি অর্থ ও পাচুর্য্য বিলাশী নই। আমি আজও একটি ভাল বাড়ি বানাতে পারিনি। আজও ভাড়া বাড়িতে বসবাস করি।

সংবাদ সম্মলনে কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ রবি,মো: রমজান আলী,ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায়

গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৩৬ কেজি গাঁজাসহ রাহিব ওরফে রাকিব (৩৫) কে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম গতকাল ২৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি লক্ষি নারায়নপুর ধলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ রাকিবকে আটক করেন।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় গাংনীস্থ র্যাব ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ ব্রীফ করে এই তথ্য জানান র্যাব কমান্ডার মো: এনামুল হক।

আটক রাকিব গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের মো: আক্তারুল ইসলামের ছেলে।

র্যাব ১২ এর মেহেরপুর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হক জানান,

গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে র্যাবের একটি টিম রাকিবের বাড়িটি ঘীরে ফেলে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন রুমে, উঠানে ও অন্যান্য স্থান থেকে ২৬ টি প্যাকেটে মোড়ানো গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়। এসময় তার ঘর থেকে দেশীয় তৈরী দুটি ধারালো হাসুয়া উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ধরা হয়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

র্যাব কমান্ডার জানান, আমাদের কাছে খবর এসেছিল ভারতীয় সীমান্তের তারকাটা পার হয়ে গাঁজার একটি বিরাট চালান বাংলাদেশ সীমান্তের লক্ষিনারায়পুর ধলা গ্রামের রাকিবের বাড়িতে মজুত করা হয়েছে। সেখান থেকে এই চালানটি তাদের বহনকারীদের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হবে।

তিনি বলেন, গাঁজার এই বড় চালানটির সাথে অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত আছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের নাম পাওয়া গেছে। যা এখনি বলা যাবেনা। এই চালানের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে র্যাবের টিম কাজ শুরু করেছেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আসামি রাকিবকে গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে।

উল্লেখ্য গাংনীতে র্যাব ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ছোট খাটো গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা থাকলেও এটা গাঁজা উদ্ধারের সর্বোচ্চ ঘটনা।